জরুরী গাইড

অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাক্ষিক ফ্রি শিটার

০৬ / ৬০২ aamaarshahor.com | মালদা ৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ শুক্রবার, ১৯ জুন, ২০২৬ ২৪ বর্ষ ০৬ তম সংখ্যা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য | বিজ্ঞাপন বিভাগ ঃ 9233 44 45 46

মালদার জন্য এক গর্বের মুহূর্তে, একাধারে মাইক্রো বায়োলজিস্ট, (অণুজীববিজ্ঞানী), সায়েন্টিস্ট (বিজ্ঞানী) এবং ক্রমশঃ বিকাশশীল একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচালক ড. পম্পিতা চক্রবর্তী একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর গবেষণাধর্মী বই "প্রিন্সিপলস অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন" এর উন্মোচন অনুষ্ঠান উদযাপিত হলো ১৩ জুন শনিবার সন্ধ্যায়। চিকিৎসা ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মৌলিক নির্দেশিকা হিসেবে ড. চক্রবর্তীর লেখা এই বইটি স্বাস্থ্যসেবা এবং ল্যাবরেটরি মেডিসিনের অপরিহার্য ধারণাগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মালদার চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ এবং ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার মুখার্জি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশনাটি উন্মোচন করেন — যা চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা কমিউনিটির জন্য এর তাৎপর্যকে তুলে ধরে। *ছবি ঃ দেবাশিস কুন্ডু।*

সংবিধান, অর্থনীতির
জোড়া ফলায় জিতুন WBCS প্রিলি

ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় ভারতীয় সংবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাঙ্কের পরীক্ষা ছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের ওপর প্রশ্ন আসে। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রথম ধাপ প্রিলিমিনারি। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের পড়তেই হবে ভারতীয় সংবিধান। সংবিধানের জন্য ধার্য নম্বর ১০ থেকে১৫। প্রশ্নের ধরন মাল্টিপল চয়েজ। মেন পরীক্ষায় বিষয়টির জন্য নম্বর ধার্য্য থাকে ১০০। প্রশ্নের ধরন মাল্টিপল চয়েজ। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বহু ছাত্রছাত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি নিয়ে থাকেন। বিষয়টির জন্য ৪০০ নম্বর ধার্য্য থাকে। প্রথম পত্রে ২০০ নম্বর ও দ্বিতীয় পত্রে ২০০ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

সিলেবাস

আবশ্যিক বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান থেকে সংবিধানের প্রেক্ষাপট, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি, পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্য রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, আইনসভা, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, জরুরি ব্যবস্থা, সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রথমপত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রতত্ত্ব (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য), রাজনৈতিক ধারণা, ভারতীয় সংবিধানের বেশ কিছু অংশ পড়তে হয়। প্রসঙ্গত, সংবিধানের এই অংশে যা যা পড়তে হয়, তার অনেকখানি আবশ্যিক বিষয়েও পড়তে হয়। দ্বিতীয় পত্রে জনপ্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়তে হয়।

কতটা স্কোরিং?

অনেকেরই ধারণা সংবিধান প্রচুর আর্টিকল থাকে, মানেই মুখস্থ করতে হয়। অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে নিলে পলিটিক্যাল সায়েন্সে খুব বেশি নম্বর পাওয়া যায় না। অপশনালে ইংরেজিতে লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যায় এমন কথাও ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তবে এগুলি সবই ভ্রান্ত ধারণা। আর্টিকেল পড়তে হলেও কখনওই সব আর্টিকেল পড়তে হয় না। যতগুলি পড়তে হয়, তা পড়ার নির্দিষ্ট কৌশল রয়েছে। সেই কৌশল জানতে হবে। অপশনাল পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে নম্বর শুধু ওঠেই না, একটি স্ট্যান্ডার্ড উত্তরপত্রে ৫৫ থেকে ৬০ নম্বর বা তার থেকে বেশি নম্বর পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার নয়। যদি বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে, আর লেখার কৌশল জানা থাকলে ভাষা বা মাধ্যম সেখানে বিচার্য্য হয় না। ৪০০ নম্বরের অপশনালে পরীক্ষার্থীরা ১০০ নম্বরের একটি অংশে আত্মবিশ্বাসী থাকেন। কারণ সেখানে ভারতীয় সংবিধানের উপর প্রশ্ন আসে। যা তাঁরা আবশ্যিকেও পড়ে থাকেন। তা হলে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এই বিষয়টিকে আয়ত্তে *(এরপর ২-এর পাতায়)*

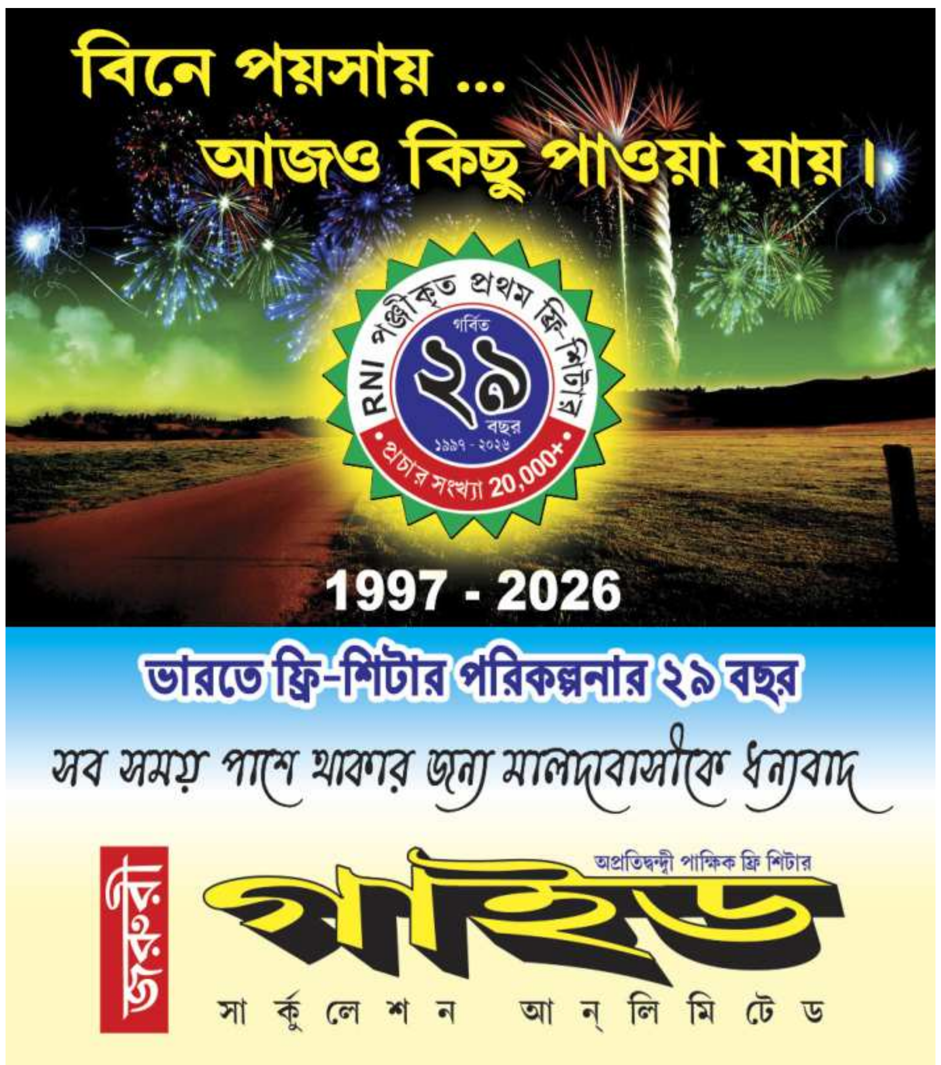

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের নতুন করে দায়িত্ব বণ্টন করা হলো!

মুখ্যমন্ত্রী

শুভেন্দু অধিকারী — স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, তথ্য ও সংস্কৃতি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কারসহ অন্যান্য অবণ্টিত দপ্তর।

মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রী

নিশীথ প্রামাণিক — উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন।

অশোক কীর্তনিয়া — খাদ্য ও সরবরাহ, সমবায়।

দিলীপ ঘোষ — পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কৃষি বিপণন।

ক্ষুদিরাম টুডু — আদিবাসী উন্নয়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা।

অগ্নিমিত্রা পল — নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক।

দীপক বর্মন — স্কুল শিক্ষা, আবাসন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র।

তাপস রায় — শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, নবায়নযোগ্য শক্তি।

ড. শঙ্কর ঘোষ — সংসদীয় বিষয়ক, পর্যটন।

মনোজ কুমার ওরাওঁ — বন ও পরিবেশ।

অর্জুন সিং — শ্রম ও পরিবহন।

গৌরী শঙ্কর ঘোষ — অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় — উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন।

স্বপন দাশগুপ্ত — অর্থ দপ্তর।

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী — তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন।

ড. শারদ্বত মুখার্জি — স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ।

অরূপ কুমার দাস — সেচ ও জলপথ।

ড. অজয় কুমার পোদ্দার — জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত।

দুধ কুমার মণ্ডল — কৃষি।

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

মালতী রাভা রায় — নারী ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি, প্রোগ্রাম মনিটরিং।

রাজেশ মাহাতো — প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও মৎস্য।

ড. ইন্দ্রনীল খান — যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া, ভোক্তা বিষয়ক।

প্রতিমন্ত্রী

জয়েল মুর্মু — আদিবাসী উন্নয়ন, সেচ ও জলপথ।

ড. হরে কৃষ্ণ বেরা — উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন।

আনন্দময় বর্মন — পরিবহন ও অর্থ।

অশোক দিন্দা — কৃষি বিপণন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র।

চাঁদ বাউরি — পূর্ত, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ।

বিশাল লামা — স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা।

সন্তানু প্রামাণিক — খাদ্য ও সরবরাহ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন।

মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র — শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

উমেশ রাই — সংসদীয় বিষয়ক, নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক।

(এরপর ২-এর পাতায়)

সঠিক হিসেবেই কেরিয়ারে সাফল্য আনে ম্যাথমেটিক্স

গণিত শুধু বিজ্ঞানের জননী নয়, এটি বর্তমানে টেকনোলজি ও ফিনান্স সেক্টরের মূল চালিকাশক্তি। উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়তে এই দুটি সেক্টরই গণিতবিদদের কাছে জনপ্রিয়। উচ্চশিক্ষা থেকে সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা, গণিত একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় যা হিসেব কষে পড়লে সাফল্য আসবেই ভান্ত কারও কাছে কঠিন সাবজেক্ট, কারও কাছে বেশ স্কোরিং সাবজেক্ট। তবে অঙ্ক বা গণিত হলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যোগ্যতা ঃ গণিত অনার্স করতে হলে পড়ুয়াকে স্বীকৃত বোর্ড থেকে ১০+২ বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে গণিত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে থাকতে হবে। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ৫০ থেকে ৬ শতাংশ নম্বরকে ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করে। কিছু প্রতিষ্ঠান মেধা তালিকার ভিত্তিতে, আবার কিছু প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নিয়ে থাকে।

পাঠ্যক্রম ঃ এই কোর্সে মোট ছ''টি সেমেস্টার থাকে এবং এতে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গণিত শেখানো হয়। যদিও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সামান্য তারতম্য থাকতে পারে। সাধারণত পড়ানো হয়। ক্যালকুলাস, বীজগণিত (রৈখিক ও বিমূর্ত), ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ, রিয়েল অ্যানালিসিস ও কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস, ভেক্টর ক্যালকুলাস ও মাল্টিভেরিয়েবল ক্যালকুলাস, ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স, সংখ্যাতত্ব (নম্বর থিয়োরি), নিউমেরিক্যাল মেথডস, পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতা (স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোবাবিলিটি), গাণিতিক মডেলিং, টপোলজি ও গ্রাফ থিয়েরি (উচ্চতর সেমেস্টারে)। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রোগ্রামিং ভাষাও শেখায় (যেমন C. Python, MATLAB), যাতে পড়ুয়ারা গাণিতিক মডেল বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ গণিত অনার্সের পর পড়ুয়ারা বিভিন্ন স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। যেমন, এমএসসি ইন ম্যাথম্যাটিক্স বা অ্যাপ্লায়েড ম্যাথম্যাটিক্স, মাস্টার অফ স্ট্যাটিস্টিক্স (এম. স্ট্যাট), মাস্টার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (এমসিএ), এমবিএ (বিশেষ করে ফাইনান্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স বা অপারেশনস-এ), ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি প্রোগ্রাম। এছাড়াও নামী প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত সুযোগ রয়েছে। আইআইটি খড়্গাপুর, আইআইএসসি বেঙ্গালু আইআইএসইআর এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রথম সারির কলেজগুলোতে গণিত নিয়ে পড়াশোনা করা যেতে পারে।

কেরিয়ার ঃ গণিত অনার্স পড়ে বিভিন্ন বা কলেজে শিক্ষকতা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ।

ব্যাঙ্ক ও ফাইনান্স ঃ ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং, কোয়ান্ট ফাইনান্স ইত্যাদি ধারাবাহিক অনুশীলনই অঙ্কে সাফল্যের চাবিকাঠি। উচ্চশিক্ষা হোক বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সাফল্যের সিঁড়িতে উঠতে গেলে দরকার অঙ্গের কঠোর ও নিয়মিত অনুশীলন। তবেই আসবে সাফল্য।

গণিত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মেশিন লার্নিংয়ের (ML) মূলভিত্তি হল গণিত। অ্যালজেবরা থেকে ক্যালকুলাস, গণিতই যন্ত্রকে প্যাটার্ন চিনতে, ভবিষ্যদ্বাণী করতে ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। অ্যালগরিদম, যা এআই-এর হৃদয়, তা পরিসংখ্যান, সম্ভাবনা ও লিনিয়ার অ্যালজেবরার উপর নির্ভরশীল। গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে এআই ডেটা থেকে শেখে, সিদ্ধান্তে গতি আনে এবং স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও রোবোটিক্সের মতো ক্ষেতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এআই যত উন্নত হচ্ছে, ততই প্রমাণিত হচ্ছে, প্রতিটি বুদ্ধিমান যন্ত্রের পেছনে রয়েছে গণিতের অসাধারণ ফর্মুলা।

তথ্য সহায়তা ড. নবকুমার মাহাতো, অধ্যাপক, গণিত বিভাগ।

দেখছি যেমন আরশিতে

সংগীত-যোগ

সুস্থ ঘরে ব্যস্ত রোগ, রোগী চায় ব্যাধিমুক্তি,
সুরে স্বর না-মিলুক গেয়ে যাই নিয়মিত;
যোগ-গান মিশে যায় বছরের দিন-চুক্তি,
সেদিন নিজস্বী তুলি– অনুষ্ঠানে উপনীত।
একদিনেই যা হয় তা-ই বা কোথায় কম!
দেহে যোগ, মনে গান– সমবেত আয়োজন,
স্রষ্টার অসুখ হলে বিনাশী খুশিতে যম–
গানে যোগে মনোযোগে সুখময় সমাপন।

এখন

সুন্দর হাতে ভালোবাসা পেয়ে ভেবেছি
দেবলোক থেকে পারিজাত-ঝরা সন্ধ্যা,
প্রতিমার হাতে খড়্গ যখন দেখেছি
বাগানে তখন নীলাভ রজনীগন্ধা।
ওড়না-জড়ানো ঝিনুকে মুক্তো-করাত,
আষাঢ়ের মেঘে কখন অশনিচমক–
ভাবীকাল ভেবে পাই না বৃষ্টিবরাত,
এখন যা-কিছু রাত-রিমঝিম গমক।

– **ড. গৌরাঙ্গদেব ভার্মা**

মালদা জেলা থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচী

জুন - জুলাই : ২০২৬

তারিখ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
19.06.2026	04:48 ↑ (115°)	18:29 ↑ (245°)
20.06.2026	04:48 ↑ (115°)	18:29 ↑ (245°)
21.06.2026	04:48 ↑ (115°)	18:29 ↑ (245°)
22.06.2026	04:48 ↑ (115°)	18:30 ↑ (245°)
23.06.2026	04:48 ↑ (115°)	18:30 ↑ (245°)
24.06.2026	04:49 ↑ (115°)	18:30 ↑ (245°)
25.06.2026	04:49 ↑ (115°)	18:30 ↑ (245°)
26.06.2026	04:49 ↑ (115°)	18:30 ↑ (245°)
27.06.2026	04:49 ↑ (115°)	18:30 ↑ (245°)
28.06.2026	04:50 ↑ (115°)	18:31 ↑ (245°)
29.06.2026	04:50 ↑ (115°)	18:31 ↑ (245°)
30.06.2026	04:50 ↑ (115°)	18:31 ↑ (245°)
01.07.2026	04:51 ↑ (115°)	18:31 ↑ (245°)
02.07.2026	04:51 ↑ (115°)	18:31 ↑ (245°)
03.07.2026	04:51 ↑ (115°)	18:31 ↑ (245°)
04.07.2026	04:52 ↑ (115°)	18:31 ↑ (245°)

যে কোনো দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে 977 5454 577

বার্থ সার্টিফিকেট
এডুকেশনাল সার্টিফিকেট
ড্রাইভিং লাইসেন্স
পলিসি সার্টিফিকেট
পাসপোর্ট
রেজিস্ট্রি ডিড
চাকুরী সংক্রান্ত কাগজপত্র

এফিডেফিটের মাধ্যমে নামের বানান সংশোধনের বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে ঘোষণা করুন।

পরামর্শ ও সহযোগিতা ঃ মাস মিডিয়া # 9233 44 45 46

সমস্ত সরকারী কাগজপত্রে নামের বানান সঠিক আছে তো?

পাত্র চাই

● কুম্ভকার 31+/5′3′′ স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 40 দাবীহীন পাত্র কাম্য। M - 6294969329. NP-0293

● শর্মা (কর্মকার) মালদা নিবাসী, শান্ডিল্য 28+/5′1′′ M.A. পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ উপযুক্ত সুপাত্র চাই। M - 9800370527. NP-0310

● মাহিষ্য (SC) দাস 29+/5′5′′ B.Sc., D.El.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য 35 মধ্যে সরকারী চাকুরে সুপাত্র কাম্য। M - 94343 71642. HUF-0205

● সাহা 30/5′3′′ শ্যামবর্ণা, O+, 10 Pass, রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে গ্রুপ-ডি পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য ইংরেজবাজার বা হবিবপুর ব্লকের মধ্যে সরকারী চাকুরে বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M - 9932293896. NP-0312

● মালদা শহর নিবাসী, কর্মকার 28/5′3′′ B.A., D.El.Ed., প্রাইভেট স্কুলে চাকুরে, প্রকৃত ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে / প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নেশাহীন পাত্র কাম্য। M - 9932057739. NP-0262

● চাঁই মন্ডল 27+/5′ B.A. (Eng.), B.Ed., M.Ed., SLST 2, IX - X qualified, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুদর্শন পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 93326 05982. HUF-0234

● শিক্ষক পিতা-মাতার উচ্চ শিক্ষিতা, ডিভোর্সী কন্যা, 44 বছর, অ্যাসথেটিসিয়ান, একটি কন্যা সন্তান আছে। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। M - 8918922303. HUF-0206

কায়স্থ, বাংলা M.A. 35+/5′1′′ সরকারী স্কুল শিক্ষিকার জন্য সঃ চাকুরে / প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M - 96411 12154. NP-0311

কায়স্থ লাহা 26+/5′3′′ B.Tech., কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত, সরকারী চাকুরে পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M - 97341 82101. HUF-0201

গ্রামের শিক্ষিতা ও নম্র পাত্রী চাই? নাকি শহরের স্মার্ট ও ভালো রোজগেরে পাত্র চাই? ন্যূনতম 300 টাকায় গাইডে বিজ্ঞাপন দিন। ফোন - 9233 44 45 46

পাত্রী চাই

● চৌধুরী 29/5′9′′ M.Sc., সরকারী চাকুরে পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, অনূর্দ্ধা 24 পাত্রী কাম্য। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M - 7098434344 / 8001810242. NP-0280

● ব্রাহ্মণ 35/5′7′′ M.Sc., পঃ বঃ রাঃ সঃ কর্মচারী (Ext. Officer) পাত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। M - 9474472809. HUF-0193

● বারুজীবী (দত্ত) 31+/5′3′′ B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্রের জন্য 25 - 28 মধ্যে সুন্দরী, ঘরোয়া, সবর্ণ / অসবর্ণ পাত্রী চাই। M - 9475094087. NP-0273

● কায়স্থ 36+/5′1′′ স্নাতক, মালদা নিবাসী, Private Job পাত্রের জন্য 30-এর মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী চাই। M - 9232775848 / 9153459708. HUF-0225

● ব্রাহ্মণ 44/5′7′′ M.Tech., MBA, Ph.D, LLM (PHD), ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপর শিক্ষকতা করেন, সুদর্শন, ডিভোর্সী। মালদা শহরের মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। M - 8918413359. HUF-0238

● মিশ্র 29+/5′6′′ B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার (Infosys), মালদা নিবাসী একমাত্র পুত্রের জন্য অনূর্দ্ধা 27 শিক্ষিতা, ঘরোয়া, সুন্দরী, ব্রাহ্মণ / কায়স্থ পাত্রী কাম্য। M - 7001094885 / 8016606329. HUF-0198

● গন্ধবণিক 42/5′ Triple M.A., B.Ed., সিঙ্গাতলায় নিজস্ব ফ্ল্যাট, প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের সুশ্রী ও শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M - 9733238571. NP-0298

● বৈশ্য সাহা 35+/5′7′′ B.Tech. (Comp. Sc.) রেল দপ্তরে Tech. Gr.-D পদে (বর্তমানে অফিসে Comp.-এ কর্মরত)। মা-বাবা রাজ্য সরকারের Pensioner। শিক্ষিতা, সুশ্রী, গৌরবর্ণা, 28 - 31 মধ্যে চাকুরীরতা অগ্রগণ্যা। M - 94753 09781. NP-0301

কায়স্থ 35+/5′7′′ M.A. (Eng.), মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ (এরিয়া ম্যানেজার) কর্মরত পাত্রের জন্য 28 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া / চাকুরীরতা পাত্রী কাম্য। M - 97349 00165. NP-0269

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

কোনও বিজ্ঞাপন সূত্র ধরে বিজ্ঞাপন দাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজ খবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন দাতাদের কোনও দাবী ও বক্তব্য বিষয়ে এই বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র (ফ্রী শিটার) কোনও নিশ্চয়তা বা দায়িত্ব বহন করে না। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

— সম্পাদক / প্রকাশক।

পাত্রী চাই

● মালদা 29/5′9′′ রাঃ সঃ চাঃ Group - B। সুন্দরী, স্লিম, ন্যূনতম 25/5′3′′ চাকুরীজীবি পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M - 99320 57739. NP-0248

চিকিৎসকের ঘরোয়া পাত্রী কাম্য ব্রাহ্মণ শান্ডিল্য ব্যানার্জী 31+/5′8′′ ডেন্টাল সার্জেন (BDS), মালদা শহরে বনেদী স্বচ্ছল পরিবারের ছোট ছেলের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M - 62943 48703. MM-1326

টিউশন / কোচিং

● পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বাড়িতে গিয়ে VII - X (সমস্ত বোর্ড) ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা মতো অঙ্কের CHAPTERS বোঝাচ্ছেন SLOT বুকিং-এর মাধ্যমে (বৃহঃ / শুক্র)। Pal Sir - 9932239094. NP-0297

ICSE / CBSE / WB বোর্ড V - XII ছাত্র / ছাত্রীদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে যত্ন নিয়ে ইতিহাস পড়ানো হয়। মণিলতা চৌধুরী, পশ্চিম হায়দারপুর। M - 89189 22819. NP-0287

ভাড়া / লীজ

● কানির মোড় সংলগ্ন সুভাষপল্লীতে 18′ রাস্তায় নতুন দোতলা বাড়ি গোডাউন / অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। M - 9733065262. NP-0308

● সেন্ট মেরি স্কুলের কাছে নজরুল বাগে ছোট গাড়ি (উচ্চতা 5′) / টোটো / মোটর সাইকেল রাখার / গুদাম হিসাবে ভাড়া দেওয়া হবে। M - 8670909603. NP-0306

● 1 No. Govt. কলোনীতে অনীক সংঘ মাঠের কাছে বাণী অ্যাপার্টমেন্টে 1st ফ্লোরে 3 বেডরুম, ডাইনিং ভাড়া দিব। গভঃ সার্ভিস অগ্রগণ্য। M - 9474795867. NP-0285

মকদুমপুরে 2 BHK বাড়ী সরকারী কর্মীকে ভাড়ায় দেওয়া হবে। M - 95935 83014. NP-0318

● উত্তর সিঙ্গাতলায় তরুবালা সেন সরণীতে এক তলায় বড় বারান্দা সহ 2 BHK বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। আলো, জল, পাখা সহ সম্পূর্ণ সেপারেট একোমোডেশন-1, সরকারী চাকুরে অগ্রগণ্য। M - 97350 17600. NP-0307

মিশনঘাট, বাঁধরোড 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। M - 86176 12003. NP-0292

2 BHK SEMI FURNISHED FLAT NEAR PANTALOONS (KANIR MORE) FOR RENT, MOBILE - 97751 40119. HUF-0247

বিক্রয়

● এয়ারভিউ কমপ্লেক্স-এ 2 কাঠা জমি অতি সত্বর বিক্রয় ও হিরো হন্ডা বাইক CD Deluxe ভালো কন্ডিশনে বিক্রি আছে। M - 7797894574, দালাল নিষ্প্রয়োজন। NP-0286

মালদা পিরোজপুরে মেডিক্যাল কলেজের কাছে চার কাঠা জায়গায় দোতলা বাড়ি বিক্রয়। Mob. - 90461 14914. NP-0313

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

অভিরামপুর 2nd লেন, বাঁধ রোড সংলগ্ন J.M.C. ক্লাব-এর রাস্তায় "HINDOL" Apartment-এ মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার মধ্যে B+G+6 Multi Storied Residential Building-এ
2 BHK 750 - 850 স্কোয়ারফিট,
3 BHK 1050 - 1150 স্কোয়ারফিট,
4 BHK 1700 - 2000 স্কোয়ারফিট
ফ্ল্যাট-এর বুকিং শুরু হয়েছে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
Car Parking Available in Basement.
WBRERA Approved.
RERA Registration No. - WBRERA/P/MAL/2025/002401.
Website : www.rera.wb.gov.in
Mobile No.
97341 02876 / 96478 01310

কর্মখালি

● ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে কম্পিউটার জানা কাজের লোক চাই। টু-হুইলার চালানোর জন্য লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। M - 9635545796 / (03512) 250899. NP-0309

রাজমহল রোডে একটি ক্যাফেতে কাজের জন্য লোক দরকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। ফোন - 79088 32320. NP-0283

সুপ্রতিষ্ঠিত পাইকারী ঔষধের দোকানে কম্পিউটার চালানোর জন্য দক্ষ / অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। M - 99320 18735. NP-0281

Vacancy for Teacher

Teacher required for **Anandan Academy** (English Medium), Chhotpur, Mahadebpur, Malda. Qualification - Masters Degree, B.Ed. (preferable) Eligible candidates are requested to submit their C.V. as early as possible. Contact or WApp - 81012 96907. NP-0317

ক্লাসিফায়েড এবং ডিসপ্লে-ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন একসাথে ২ বারের জন্য বুক করলে তৃতীয়বার প্রকাশিত হবে বিনামূল্যে। WApp - 9233 44 45 46

জ্যোতিষ চর্চা

জ্যোতিষ চর্চা

জ্যোতিষী (Astrologer)
তাপস কুমার ব্যানার্জী
M.A.R.P. (Kol)
দক্ষিণ সিঙ্গাতলা, মালদা টাউন হাইস্কুলের মেইন গেটের ডান দিকে
Mobile : 98320 78468 / 92326 71649

জয় মা
কলিকাতার প্রখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ
ডঃ অশোক শাস্ত্রী
দক্ষিণা মাত্র ১১০২/-
— উপস্থিত থাকছেন —
প্রতি রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার
জুবলী রোড, উত্তর বালুচর, মালদা
ফোন : (০৩৫১২) ২৫৭৪৩৪
মো : ৯৫৪৭৮ ১৬৩৩৩

পরবর্তী জরুরী গাইড বিতরিত হবে 4 জুলাই, 2026, শনিবার। বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 29 জুন, 2026, সোমবার, সন্ধ্যা 7 টার মধ্যে।

Sreeleathers
মালদা শো-রুমে **সেলসম্যান** নেওয়া হবে। বয়স 30 মধ্যে। Bio-Data হোয়াটস্‌অ্যাপ / ইমেল করুন অথবা সরাসরি শো-রুমে জমা করুন।
যোগাযোগের সময় - 10 A.M. - 2 P.M.
এন.এস. রোড, পুলিশ ক্লাব বিল্ডিং, মালদা - ৭৩২১০১
WhatsApp / Call
94764 44731 / 97325 88565
maldafootwarespvt.ltd@gmail.com

মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব বণ্টন

(প্রথম পাতার পর)

পূর্ণিমা চক্রবর্তী — তথ্য ও সংস্কৃতি, পর্যটন।
কৌশিক চৌধুরী — স্কুল শিক্ষা, অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা।
ভাস্কর ভট্টাচার্য — জনস্বাস্থ্য কারিগরি, শ্রম।
দিবাকর ঘরামী — সমবায়, বন ও পরিবেশ।
অমিয় কিস্কু — খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন, কৃষি।
কলিতা মাজি — আবাসন।
গার্গী দাস ঘোষ — বিদ্যুৎ, নবায়নযোগ্য শক্তি।
বিরাজ বিশ্বাস — আইন, বিচার ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন।
দীপঙ্কর জানা — ভূমি ও ভূমি সংস্কার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সুন্দরবন বিষয়ক।
সুমনা সরকার — স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ।

বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকের কাছে আবেদন —

আপনাদের বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের তথ্য (পূর্ণাঙ্গ প্রোফাইল) জনপ্রিয় ওয়েবসাইট www.khonj.live-এ বিনামূল্যে আপলোড করে রাখুন। এতে আপনাদের অতিরিক্ত খোঁজখবর পেতে সুবিধা হবে। শুধু তাই নয়, প্রোফাইলের লিঙ্ক যে কাউকে এমনকি সোস্যাল মিডিয়াতেও শেয়ার করতে পারবেন। এই পরিষেবায় প্রতিমাসে শতাধিক পরিবার উপকৃত ও সন্তুষ্ট। নিচের তথ্যগুলি যতটা সম্ভব পূরণ করে পাঠান। যতো বেশী তথ্য দিতে পারবেন, ততো বেশী রেসপন্স পাবেন।

ব্যক্তিগত তথ্য

প্রার্থীর (পাত্র / পাত্রীর) নাম* –	অন্যান্য যোগ্যতা –
লিঙ্গ (পুরুষ / মহিলা) –	বর্তমানে বৈবাহিক স্থিতি –
হোয়াটসঅ্যাপ বা কলিং নম্বর* –	অবিবাহিত / ডিভোর্সী / বিপত্নীক /
ই-মেইল আইডি –	বিধবা / ডিভোর্সের জন্য অপেক্ষারত –
জন্মতারিখ (DOB) –	(যে কোন একটি অপশন বাছুন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা –	ঠিকানা (বাসস্থান) –
উচ্চতা –	চেহারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ –
ব্লাড গ্রুপ –	শখ –
রাশি –	খাদ্যাভাস –
মাঙ্গলিক / অমাঙ্গলিক –	(আমিষাশী / নিরামিষাশী) –
জাতি –	পিতা-মাতার কততম সন্তান
গোত্র –	(প্রথম / দ্বিতীয় / তৃতীয়) – একমাত্র
ধর্ম –	সাম্প্রতিক ছবি (ন্যূনতম
ওজন –	১ টি / সর্বাধিক ৩ টি) পাঠান –

পেশাগত তথ্য

কর্মস্থল (ঠিকানা) –	শিক্ষাগত / কারিগরী যোগ্যতা –
আয়ের উৎস –	পিতামাতা / পরিবার সংক্রান্ত
(চাকুরী (স্থায়ী / চুক্তিবদ্ধ) / ব্যবসা /	সংক্ষিপ্ত বিবরণ –
প্রফেশনাল / স্থায়ী সম্পত্তি বা আমানত	অন্যান্য বিষয়ে মন্তব্য
/ ঘরোয়া / অন্য কিছু)	(যদি জানাতে চান) –
পদ –	কেমন পাত্র বা পাত্রী খুঁজছেন
বার্ষিক আয় –	তা সংক্ষেপে লিখুন –

(পাত্র / পাত্রীর নাম, বাসস্থানের ঠিকানা, ছবি বা (স্টার) চিহ্নিত প্রশ্নের তথ্য যদি প্রকাশ করতে না চান সেক্ষেত্রে জানাতে হবে।

তবে তথ্যগুলি আমাদের রেকর্ডের জন্য অবশ্যই পাঠাতে হবে।

প্রত্যেক আবেদনের সাথে ফটো আইডি (যেমন - আধার, প্যান / পাসপোর্ট / ভোটার কার্ড) ও ন্যূনতম এক কপি ছবি পাঠানো বাধ্যতামূলক। স্ব-অভিভাবক পাত্র / পাত্রীরাও আবেদন করতে পারেন।

Only WhatsApp to **9233 44 45 46**
(11 A.M. to 7 P.M., except holiday).
Visit : khonj.in

WBCS প্রিলি

(প্রথম পাতার পর)

আনা সহজ। তবে এখানেও ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য কয়েকটি কৌশল অনুসরণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ করা দরকার যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যা অপশনাল হিসাবে যে কোনও বিভাগে স্নাতক হলেই রাখা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গুরুত্ব

সরকারি চাকরির প্রস্তুতির জন্য বহু বছর ধরে প্রশিক্ষণ দেয় ভ্রমন--একটি অভিজ্ঞ, স্বনামধন্য ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একজন পরীক্ষার্থীকে সব দিক দিয়েই তৈরি করে দেয়। তাই ডব্লিউবিসিএস প্রিলিমস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এরকম একটি অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণনিলে উপকৃত হবেন চাকরি প্রার্থীরা।

একজন চাকরিপ্রার্থী কে নিয়মিত ক্লাস, মক টেস্ট এবং অন্যান্য কৌশলে প্রতিযোগিতায় নামার জন্য দারুণ ভাবে তৈরি করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র-গুলি। অন্যদিকে, ভারতীয় সংবিধান ওপর দক্ষতা আনতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এনসিইআরটি-র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বই পড়া। এছাড়া দরকার প্রতিদিনের সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস। বিষয়টি অধিকাংশের কাছেই নতুন হলেও এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, একবার আয়ত্বে এসে গেলে এর চেয়ে সহজ বিষয় আর নেই। বিষয়ভিত্তিক বই পড়ার পাশাপাশি দরকার নিয়মিত চর্চা ও প্রশ্ন সমাধানের অভ্যাস করা। পরস্পরের মধ্যে আলোচনা, ডেমো দিলেও বিষয়টি সহজে নিজের আয়ত্বে চলে আসে। অপশনালের ক্ষেত্রে যে সিলেবাস রয়েছে, তা কভার করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পাঠ্য বইও অনুসরণ করা যেতে পারে।

বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা শুধু চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেই সুবিধা নয়। ভারতীয় সংবিধান ও পলিটিক্যান্স সায়েন্সের প্রাসঙ্গিকতা ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারেন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হওয়ার আগে নিজের দেশের সংবিধান ও রাজনীতির হাল-হকিকত জানা আবশ্যিক। এ ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল সায়েন্স তাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারে। নিজের দেশ এমনকী বিদেশেও প্রতিনিয়ত যে রাজনৈতিক ভাঙাচোরা ও উত্থান পতন ঘটছে, সে সম্পর্কে প্রতিদিন আপ টু ডেট না থাকলে, নিজেকে ও নিজের চারপাশকে চেনা যাবে কী ভাবে?

অর্থনীতি সাবজেক্টে প্রস্তুতির কৌশল

WBCS প্রিলিমিনারিতে ২০০ নম্বরের মধ্যে অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত অর্থনীতি থেকে ১২-১৫টি প্রশ্ন আসে এবং সেগুলি মূলত ভারতীয় অর্থনীতির সিলেবাসকে কেন্দ্র করে হয়। বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নীতি আয়োগের কথা। এই অংশ থেকে সহজ থেকে কঠিন, সব ধরনের প্রশ্ন আসতে দেখা যায়। প্রস্তুতির সময় পরিকল্পনার সময়কাল, উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি ভালোভাবে পড়তে হবে। নীতি আয়োগের গঠন, উদ্দেশ্য, গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ও বিভিন্ন সূচক সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভারতীয় ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। এখানে ব্যাঙ্কের ইতিহাস, ব্যাথ জাতীয়করণ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল কার্যাবলি এবং সাম্প্রতিক ব্যাঙ্গিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘটনালির খুঁটিনাটি তথ্য মনে রাখতে হবে, লিখে অনুশীলন করতে হবে। এছাড়া সবুজ বিপ্লব, ভূমি সংস্কার, ভারতীয় রাজস্ব ও কর ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকেও নিয়মিত প্রশ্ন আসে। এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বর্তমান অর্থনৈতিক ঘটনা ও সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকা প্রয়োজন।

কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে বিগত বছরের কয়েকটি প্রশ্ন আমরা একবার দেখে নিতে পারি। ভারতে "কৃষকদের আত্মহত্যা"কে মূলত কিসের ফল হিসেবে দেখা হয়? ভারতীয় মুদ্রা ১০০ টাকার নোটে স্বাক্ষর করেন? দেশের ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যখন ভারতীয় টাকার মূল্য মার্কিন ডলারের তুলনায় হ্রাস পায়, তখন সাধারণত আমাদের রপ্তানি সস্তা এবং আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে যায় কেন? কোন সংস্থা "কৃষি বিপণন ও কৃষক- বান্ধব সংস্কার সূচক" প্রকাশ করেছে। প্রশ্নগুলির ধারাকে মাথায় রেখে আমরা যদি আমাদের প্রস্তুতিকে একটি সঠিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারি তা হলে অর্থনীতিতে ভালো নম্বর পাওয়া সম্ভব। এই বিষয়ের উপরে যে প্রশ্নগুলি বিগত কয়েক বছরে এসেছে সেগুলি আমাদের ভালোভাবে তৈরি করতে হবে।

তথ্য সহায়তা এ ইউ লার্নিং সেন্টার।

জরুরী গাইড — সার্কুলেশন আনলিমিটেড
বিনামূল্যে বিতরণ কেন্দ্র
অনলাইনে পড়ুন - aamaarshahor.com

❖ রথবাড়ী (অডিটোরিয়াম), নিউ মডেল বুক ডিপো - 98514 87741 ❖ কবি সুকান্ত মোড়, রূপা ব্যান্ড বক্স - 99324 81754 ❖ এন.বি.এস. টি.সি. ডিপো সংলগ্ন, চক্রবর্তী পেপার সাপ্লায়ার - 99339 93660 ❖ রাজ হোটেল মোড়, মডেল বুক ডিপো - 94342 31832 ❖ অতুল মার্কেট, মা তারা ম্যাগাজিন - 77979 19580 ❖ রামকৃষ্ণপল্লী, এসবিআই-এর কাছে, সাইবার ফিভার - 89263 09911 ❖ ফুলবাড়ি, এম. কে. রোড, স্মার্ট নেট - 94346 81146 ❖ মকদুমপুর, রথঘর-এর বিপরীতে, মাস মিডিয়া - 9732155526 ❖ আইহো বাস স্ট্যান্ড, গীতা পুস্তকালয় - 94744 75342.

স্বত্বাধিকারী অর্ণব কুমার দে কর্তৃক ক্যুইক সার্ভিস, ১১ / ১৯ জি. কে. লেন, মকদমপুর, মালদা ৭৩২১০৩ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ অর্ণব কুমার দে। মুদ্রণ সহায়তা ঃ সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লি, কলকাতা। নির্বাচিত বিতরণ কেন্দ্রগুলি থেকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। M : 977 5454 577

গরমে কিভাবে সুস্থ থাকবেন

ডাঃ শেখর চক্রবর্তী (মেডিসিন বিশেষজ্ঞ) ঃ ‘প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে;বায়ু করে হাহাকার’—এটাই বোধহয় আওড়াচ্ছেন উত্তরবঙ্গবাসী। কারণ, তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির আশপাশে। দিন-দিন সূর্যের তেজ বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে চড়া রোদের কারণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই অবস্থায় কীভাবে সুস্থ থাকবেন।

হিটস্ট্রোক

উপসর্গ ঃ ✤ শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা ✤ ত্বক লাল ✤ শুষ্ক হয়ে যাওয়া ✤ পালস দ্রুত চলা ✤ মাথাব্যথা ✤ মাথাঘোরা ✤ বমিবমি ভাব ✤ বিভ্রান্তি ✤ সাময়িক জ্ঞান হারানো।

করণীয় ঃ ✤ রোগীকে প্রথমে ঠান্ডা জায়গায় বসানো উচিত। ✤ ফ্যান ছেড়ে জামাকাপড় ঢিলে করে দিতে হবে। ✤ শরীরে ঠান্ডা জল বা আইসপ্যাক দেওয়া। ✤ জ্ঞান থাকলে রোগীকে জল খাওয়ানো যেতে পারে।

সানবার্ন

উপসর্গ ঃ ✤ ব্যথাদায়ক, লাল ও উষ্ণ ত্বক ✤ ত্বকে ফোসকা পড়া।

করণীয় ঃ ✤ সানবার্ন না সারা অবধি রোদে বেরোবেন না। ✤ রোদে পোড়া অংশে ঠান্ডা কাপড় রাখতে পারেন বা ঠান্ডা জলে স্নান করুন। ✤ পোড়া অংশে ময়েশ্চারাইজিং লোশন লাগান। ✤ ফোসকা ফাটাবেন না।

হিট র‍্যাশ

উপসর্গ ঃ ✤ ছোট ফোসকার লাল গুচ্ছ দেখা যায়, যা দেখতে ফুসকুড়ির মতো। ✤ সাধারণত ঘাড়, বুক, কুঁচকি ও কনুইতে দেখা যায়।

করণীয় ঃ ✤ ঠান্ডা জায়গায় থাকুন। ✤ র‍্যাশগুলো শুকনো রাখুন, র‍্যাশ কমাতে পাউডার ব্যবহার করতে পারেন।

হিট এগজশন

উপসর্গ ঃ ✤ প্রচুর ঘাম হওয়া। ✤ ফ্যাকাশে, আঠালো ত্বক। ✤ পালস দ্রুত চলা। ✤ বমিবমি ভাব বা বমি হওয়া। ✤ পেশিতে ব্যথা ক্লান্তবোধ বা দুর্বলতা। ✤ মাথা ঘোরানো। ✤ মাথাব্যথা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

করণীয় ঃ ✤ রোগীকে ঠান্ডা জায়গায় বসাতে হবে। ✤ জামাকাপড় ঢিলে করে দিতে হবে। ✤ ঠান্ডা জলে স্নান করতে পারলে ভালো। ✤ জল খেতে হবে। ✤ ঘন্টাখানেক পরেও অবস্থার পরিবর্তন না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হিট ক্র্যাম্প

উপসর্গ ঃ ✤ অত্যাধিক ব্যায়ামের কারণে প্রচণ্ড ঘাম হওয়া। ✤ পেশিতে ব্যথা বা খিঁচুনি।

করণীয় ঃ ✤ জল খান। ✤ আর ব্যায়াম করার আগে ক্র্যাম্প যাতে চলে যায় সেদিকে লক্ষ রাখুন। ✤ এমন অবস্থা ঘন্টাখানেকের বেশি থাকলে, লো-সোডিয়াম ডায়েট করলে এবং হার্টের সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সাধারণ সতর্কতা

✤ যখনই সম্ভব পর্যাপ্ত জল খান, এমনকি তেষ্টা না পেলেও।

✤ হালকা ওজনের ও হালকা রংয়ের সুতির কাপড় পরুন।

✤ বাইরে বেরোলে রোদচশমা, ছাতা, টুপি নিতে ভুলবেন না।

✤ সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত বাইরে ঘোরাঘুরি করা এড়িয়ে চলতে হবে।

✤ বাইরে বেরোলে সঙ্গে অবশ্যই জল রাখবেন।

✤ শরীরকে ডিহাইড্রেট করতে পারে এমন পানীয় যেমন চা, কফি, কার্বনেটেড সফট ড্রিংকস, মদ এড়িয়ে চলুন।

✤ হাই-প্রোটিন খাবার ও বাসি খাবার এড়িয়ে চলুন।

✤ ওআরএস খান। এছাড়া শরীরকে পুনরায় হাইড্রেটেড করতে ঘরে তৈরি লস্যি, লেবু জল, ঘরে তৈরি বাটার মিল্ক খেতে পারেন।

✤ বেশি করে সরস ফল খেতে হবে।

✤ রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে সকাল সকাল উঠতে হবে, রাত জাগা চলবে না।

✤ অজ্ঞান হয়ে গেলে বা অসুস্থ বোধ করলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান।

বয়স্করা কী করবেন।

গরম সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি বয়স্কদের তুলনামূলক বেশি। এমনিতেই তীব্র গরম মোকাবিলা করা যে কারও শরীরের পক্ষেই বেশ মুশকিল। সেটা বয়স্কদের পক্ষে আরও কঠিন কারণ, তাঁদের বেশিরভাগেরই দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা থাকে এবং নিয়মিত ওষুধ খান, যা তাপমাত্রার প্রতি শরীরের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এমনকি শারীরিক সমস্যা না থাকলেও তাপমাত্রার নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বয়স্কদের বেশ অসুবিধা হয়। এই অবস্থায় বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত।

তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলে তাঁদের কমপক্ষে আট গ্লাস জল খাওয়া উচিত। কারণ, আশি বছর বয়সে পৌঁছে বেশিরভাগেরই তৃষ্ণাবোধটা কমে যায়। ফলে ডিহাইড্রেশনের জন্য ‘আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম’ তেমন কাজ করে না। তাই বয়স্কদের উচিত নিয়মিত বিরতিতে জল খাওয়া, তেষ্টা না পেলেও।

গরমে বয়স্কদের পেশিতে ব্যথা, মাথাব্যথা, বিভ্রান্তি ও মাথা ঘোরানোর প্রবণতা দেখা যায়। এরকম কোনও লক্ষণ দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সেইসঙ্গে চড়া রোদে না বেরোনো, হালকা সুতির জামাকাপড় পরা সহ সমস্ত সাধারণ সতর্কতা বয়স্কদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ছোটদের জন্য

বয়স্কদের মতো ছোটদেরও গরমে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। কারণ, সদ্যোজাত ও ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে শরীরের ভরের তুলনায় দেহের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বেশি থাকে। তাই প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় তাদের তাড়াতাড়ি গরম লাগে। যদি বাইরে গরম থাকে, তাহলে আপনার বাচ্চা আপনার আগে বেশি গরম হয়ে যাবে। আর প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের বিপাকীয় হার বেশি হয়। ফলে তারা চলাফেরা করলে সহজেই গরম হয়ে যায়। আর এই তাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিশুদের সময় লাগে। এই গরমে বাচ্চারা জ্বর, বমি বা ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন।

সুতরাং, প্রচণ্ড গরমের সময় শিশুদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে বেরালো তাদের সহজেই ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হতে পারে। শিশুদের জন্য ইন্ডোর গেমসের ব্যবস্থা রাখুন। ছয় মাসের কম বয়সি শিশুদের সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়। একটু বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে চার মাসের কম বয়সি শিশুদের জল খাওয়ানোর বেশি প্রয়োজন পড়ে না। এছাড়া গরমে সদ্যোজাত ও ছোট শিশুকে ঢিলেঢালা ও পাতলা সুতির পোশাক পরাবেন। ঘেমে গেলে শরীর সঙ্গে সঙ্গে মুছে দেবেন। তাদের প্রতিদিন অবশ্যই স্নান করাবেন।

কত অজানারে

✤ আমের জন্ম ভারতের মাটিতে। আমের বৈজ্ঞানিক নাম ‘ম্যানগিপেরা ইন্ডিকা”, যার অর্থ একটি ভারতীয় গাছ, যাতে আম্রফল পাওয়া যায়।

✤ ‘টাইম মেশিন” শব্দ এবং বিষয়টি প্রথম মাথায় আসে এইচ জি ওয়েলসের। ১৮৮৮ সালে লেখা ”দ্য ক্রনিক আরগোনস” নামে ছোট গল্পে তিনি প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

✤ ১৯০৮ সালে নির্ধারিত হয় ম্যারাথন দৌড়ের দূরত্ব হবে ৪২.১৯৫ কিমি। যদিও ১৮৯৬ সালে প্রথম ম্যারাথন দৌড় শুরু হওয়ার সময় দূরত্ব ছিল ৪০ কিমি।

✤ সুয়েজ ক্যানালের প্রবেশপথে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৈরি হয়েছিল মূর্তিটি। পরে প্রস্তাব বাতিল হওয়ায় ফ্রান্স মূর্তিটি উপহার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দান করে। ফরাসি ভাস্কর ফ্রেডরিক অগস্ত বারথোলডি নির্মিত মূর্তিটি হল স্ট্যাচু অফ লিবার্টি।

✤ ১৯৬১-র ২৮ মে প্রতিষ্ঠিত অ্যামনেস্টির প্রথম আন্দোলনের বার্তা ছিল বিস্মৃত বন্দিরা (“দ্য ফরগটেন প্রিজনার্স”)। সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য চিঠি লেখার পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। যা আজও তাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

✤ ২০০৬ সালের ২১ মার্চ জ্যাক দোরসের করা মেসেজ দিয়েই সূত্রপাত হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার ‘টুইটার’। যদিও টুইটারের নাম বদলে হয়েছে ‘ড়’।

✤ বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৭০ু পতঙ্গ বিলুপ্তির মুখে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পতঙ্গ না থাকলে মানুষও টিকবে না।

✤ আলিপুরদুয়ারের বক্সাকে প্রজাপতির স্বর্গরাজ্য বলা হয়। এখানে ৪৫০-এরও বেশি প্রজাতির প্রজাপতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

✤ শুধু ভানুসিংহ ঠাকুর নয়, রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২৪টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন।

✤ নোবেল পুরস্কার জয়ী রবীন্দ্রনাথকে বোলপুরে বিশেষ সংবর্ধনা জানানোর জন্যে কলকাতার বিদগ্ধজনদের নিয়ে হাওড়া থেকে একটি বিশেষ ট্রেন ছাড়ে ১৯১৩-র ২৩ নভেম্বর, সকাল ১০টা ১১ মিনিটে। ওই ট্রেনের যাত্রীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল একটি বিশেষ ট্রেনের টিকিট।

✤ অগ্নিশিখা, তারাঝরা, নীলমণিলতা, বনপুলক, বাসন্তী এ সবই বিদেশি ফুলগাছ। এর প্রত্যেকটি গাছের বাংলা নাম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

✤ নির্বাচন কমিশন নির্দল এবং অচিহ্নিত দলগুলির জন্য ‘মুক্ত প্রতীক” (চত্রত্র ছাদ্বত্নদ্রনম্) নির্ধারণ করে। নির্দল প্রার্থীদের স্বতন্ত্র পরিচিতি দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন এই ‘মুক্ত প্রতীক’ সরবরাহ করে। ২০২৪-এর নির্বাচনে এমন প্রায় ২০০টি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছিল। এই প্রতীকগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ল্যাপটপ, রেফ্রিজারেটর, টুথব্রাশ, আইসক্রিম কোন, আঙুর, হেলমেট, কাঠঠোকরা, কাঁঠাল বা চিরুনির মতো প্রতীক।

✤ ঠাকুর পরিবারের আদি পদবি ছিল কুশারী। তাঁরা ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ। আগেকার দিনের নিচু শ্রেণির হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের অনেক সময় ঠাকুর বলতেন। এভাবেই তাঁদের পদবি ঠাকুর হয়ে যায়।

✤ বৃক্ষপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উল্লেখ আছে ১০৮টি গাছ ও ফুলের নাম।

✤ ভারতের নির্বাচন পরিচালনা করতে প্রায় এক কোটিরও বেশি প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তাকর্মী নিযুক্ত করা হয়।

✤ ভারতে ১৯৮২ সালে কেরলে প্রথম ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ব্যবহার করা হয়।

✤ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সাতটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যা দীর্ঘ সময় ধরে চলা নির্বাচনের রেকর্ড।

✤ তামিলনাড়ুর কে পদ্মরাজন ১৭০টিরও বেশি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব ক”টিতেই পরাজিত হয়েছেন।

✤ ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচন চলেছিল ২৫ অক্টোবর ১৯৫১ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পর্যন্ত।

✤ গুজরাটের গির অরণ্যে অবস্থিত বানেজ গ্রামে মাত্র ১ জন ভোটারের জন্য প্রতিবার নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করে।

✤ ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ১৪টি প্রতীক চিহ্ন অনুমোদন করা হয়েছিল।

✤ ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম লোকসভা এবং ২২টি প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচনে ১৪টি জাতীয় এবং ৬৩টি প্রাদেশিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক দলের মোট ১৭,২৩৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল।

✤ ‘উলু’ সুপ্রাচীন সুমেরীয় শব্দ। এর অর্থ আনন্দে চিৎকার করা। তুর্কিভাষী মুসলিম শাসকদের সঙ্গে এই আরব্য লোক-স্ত্রী-আচারটি বাংলায় প্রবেশ করে। ভোট দেওয়ার সময় আঙুলে যে বিশেষ কালির দাগ দেওয়া হয়, তা মহীশূর পেইন্টস অ্যান্ড ভার্নিশ লিমিটেড তৈরি করে এবং এর ফর্মুলা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়।

✤ চাকরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরির পর, পায়ের ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে বসে থাকার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরের হামফ্রে ও সুলিভান-এর মাথায় প্রথম জুতোয় রবারের ‘হিল”-এর ভাবনা আসে। তিনিই এর আবিষ্কারক।

✤ গোমুখ থেকে বেরিয়ে ১৯ কিলোমিটার পথ বেয়ে উ দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে যে নদীটি, তার নাম গঙ্গা নয়, ভাগীরথী।

✤ আমরা হাসলে ১৭টি পেশি কাজ করে। কিন্তু চোখ কুঁচকে ভ্রুকুটি হানলে প্রয়োজন হয় ৪৩টি পেশির।

✤ দক্ষিণ ভারতে মাদুরাই মন্দিরের গায়ে তিন কোটিরও বেশি দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে।

✤ প্রায় দু”শো জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তৈরি করেছিলেন অজন্তা গুহা। সময় লেগেছিল আটশো বছর।

✤ ডাইনোসরের আগে আবির্ভাব হয়ে অর্থাৎ প্রায় ২৫ কোটি বছর ধরে দৈহিক কোনও পরিবর্তন ছাড়াই বেঁচে আছে আরশোলা।

✤ বাংলা বছরের বারো মাসের নাম এসেছে বারোটি নক্ষত্রের নামে। পূর্ণিমা শুরুর সময় চাঁদ যে নক্ষত্রের কাছে থাকে, সেই নক্ষত্রের নামেই মাসের নামকরণ হয়েছে। যেমন, বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

✤ ‘হায়ণ’ মানে বছর। অগ্রহায়ণ মানে বছরের গোড়া। অনেকের মতে একসময় বাংলা বছর শুরু হত বৈশাখ নয়, অগ্রহায়ণ মাস থেকে।

✤ বাদুড়ের পায়ের হাড় এতটাই পাতলা যে, বাদুড় দাঁড়াতে পারে না।

✤ বিহারের সাসারামের জায়গিরদার শূর বংশীয় আফগান হাসান খাঁর পুত্র ছিলেন ফরিদ খাঁ। বিমাতার অত্যাচারে গৃহত্যাগ করে বিহারের সুলতান বহর খাঁ লোহানির অধীনে চাকরি নেন। তিনি একটি বাঘ মেরেছিলেন উ বলে মালিক লোহানি তাঁকে ‘শের খাঁ’ উপাধি দেন। উ চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাস্ত করে তিনি নিজেই ‘শের শাহ” উপাধি গ্রহণ করেন। কম্পিউটার কি-বোর্ডের ‘ইনফিনিটি” চিহ্নটিকে বলা হয় ‘লেমনিস্কেট’ (Lemniscate)।

✤ একসময়ে সুকুমার রায়ের ‘গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা” গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটিতে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

✤ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ বসুর সিলিন্ডার রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে মোট ১৬টি গান রেকর্ড করেন।

✤ ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে, মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত উ রবীন্দ্রনাথের মোট ৩১১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় ৮৮টি গ্রন্থ।

✤ গ্রামে হেল কোঅপারেটিভ তৈরি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভারতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম চালু করেন।

✤ অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মোট ১০১ বার।

✤ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তির জন্মোৎসবে কলকাতার টাউন হলে এক সভায় অজিতকুমার চক্রবর্তী ‘রবীন্দ্রনাথ” নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সেটি বই হয়ে বেরোয়। এই বইটিই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রথম বাংলা বই।

✤ রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। পথম দিকে তিনি আত্মপ্রতিকৃতি অঁকা অভ্যাস করেছিলেন নিজের মুখের ফটোগ্রাফের ওপর কলম-কালির ছবি এঁকে।

✤ ১০২টি দ্বীপ নিয়ে তৈরি সুন্দরবন। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ আমলে বন কেটে বসতি গড়ে তোলা হয়।

✤ বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৭০% পতঙ্গ বিলুপ্তির মুখে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পতঙ্গ না থাকলে মানুষও টিকবে না।

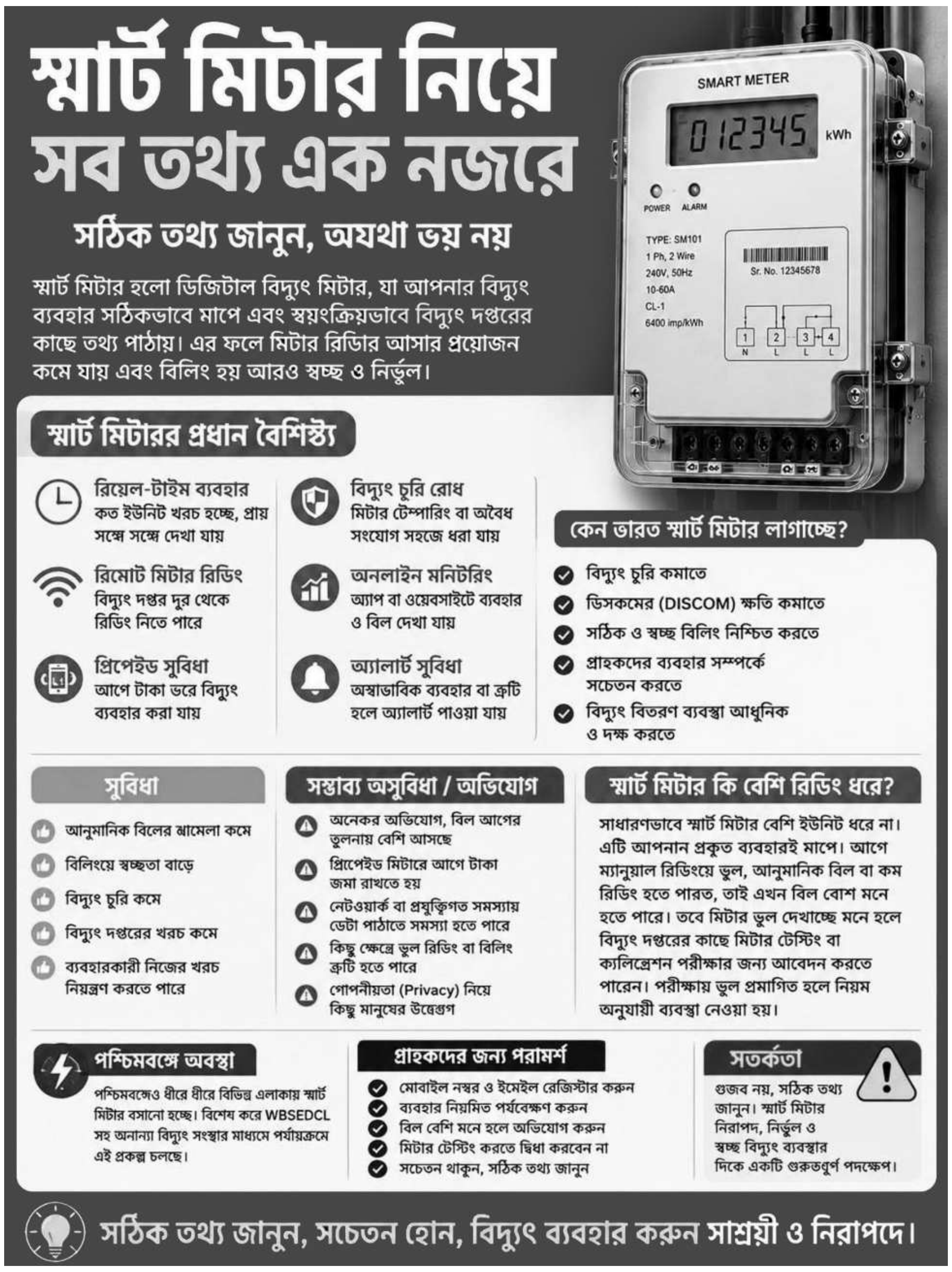

সাংসারিক গাইড

▲ **পিঁপড়ের যম**— রান্নাঘরে অনেক সময় আমাদের পিঁপড়ের উৎপাত সহ্য করতে হয়। কীভাবে পিঁপড়ে তাড়াবেন, ভেবে পান না। লক্ষণরেখা টেনে, এটা সেটা করে, পিঁপড়ে তাড়াতে হয়। এতসব আয়োজন না করেও, সহজেই পিঁপড়ে তাড়াতে পারেন। হাতের কাছেই আছে মুশকিল আসান। পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, খোলা পাত্রে রেখে দিন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। সুড়সুড় করে পিঁপড়েরা পালাবে। কানের কাছে মাছির ভনভনানি— অনেক সময় কোত্থেকে অযাচিতভাবে ঘরে মাছি ঢুকে বিরক্ত করে না? যত তাড়ানোর চেষ্টা করুন, ঘুরে ফিরে আবার এক জায়গায়। সন্ধে হলে মশার উৎপাত। কিছুই না, খুব যদি বিরক্ত করে, গায়ে একটু কাটা পেঁয়াজ ঘষে নিন। বা কোনও কাপড়ের টুকরোয় পেঁয়াজের রস মাখিয়ে ফেলে রাখুন। মাছি পালাবে, মশাও থাকবে না।

▲ **পুড়লে পেঁয়াজ**— পেঁয়াজের অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল গুণ আমাদের অজানা নয়। কোনও পোড়ার ক্ষত যাতে সংক্রামিত হয়ে না পড়ে, তার জন্য পেঁয়াজ বাটা লাগাতে পারেন। তাতে পোড়ার জ্বালাও কমবে। আবার একই সঙ্গে সংক্রমণও ঠেকানো যাবে।

▲ **ত্বকে কালো দাগ**— অনেক সময় মুখে কালো ছোপ পড়ে। শরীরের অন্যত্র ও ত্বকে কালো কালো ছোপ দেখা যায়। বিব্রত করে তোলার মতই। কেন এমন হচ্ছে, তার জন্য ডাক্তার তো দেখাবেনই। কিন্তু, পাশাপাশি ঘরোয়া উপায়ে পেঁয়াজ দিয়েও চিকিৎসা করতে পারেন। হলুদবাটার সঙ্গে পেঁয়াজের রস ভালো করে মিশিয়ে সেই মিশ্রণ ওই কালো ছোপে লাগান। এভাবে কিছুদিন ব্যবহার করলে, মুখের কালো দাগ দূর হবে।

▲ **চুল পড়ছে**— চুলে চিরুনি দিলেন, মন খারাপ? গোছা গোছা চুল উঠছে? অনেক কিছু করেও চুল-ঝরা ঠেকাতে পারছেন না? অতশত না ভেবে, পেঁয়াজ ব্যবহার করুন। তেমন কিছুই না, পেঁয়াজবাটার রস মাথায় মাখার যেকোনও তেলের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। সেই তেলের মিশ্রণটি ব্যবহার করুন। শুধু চুল পড়া বন্ধই হবে না, মাথার খুশকিও কমবে।

▲ **অকাল বার্ধক্য**— আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হচ্ছে বুড়িয়ে যাচ্ছেন? বলি রেখা দূর করতে এটা-সেটা মুখে মাখছেন? পেঁয়াজে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ছাড়াও রয়েছে ভিটামিন। যা, অকাল বার্ধক্য ঠেকায়। তাছাড়া, ক্ষতিকারক আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির হাত থেকেও ত্বককে বাঁচায়।

▲ উলের পোশাক ধোওয়ার পর এক বালতি জলে আধ চামচ গ্লিসারিন দিয়ে তাতে ডুবিয়ে নিন। পোশাকের নরমভাব বজায় থাকবে। *— দিদি।*

ডেঙ্গু জ্বর

(চতুর্থ পাতার পর)

গুরুতর ডেঙ্গু এবং তার উপসর্গ প্রতি ২০ জন আক্রান্তের মধ্যে একজনের ডেঙ্গু মারাত্মক হয়। তার ফলে কারও রক্তক্ষরণ হতে পারে। মৃত্যু পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সেই গুরুতর ডেঙ্গুর উপসর্গ কী কী?

(১) পেটে ব্যথা এবং অস্বস্তি।

(২) বমি (২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে তিনবার)।

(৩) নাক বা মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ।

(৪) বমির সঙ্গে রক্ত বের হওয়া বা মলের সঙ্গে রক্ত।

(৫) দুর্বলভাব, ক্লান্তিবোধ, অস্বস্তি।

কাদের সাধারণত গুরুতর ডেঙ্গু হয়? যাঁদের আগে ডেঙ্গু হয়েছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ডেঙ্গু মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এছাড়াও শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু সাধারণত গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

গুরুতর ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখা দিলে কী করবেন?

দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান রোগীকে। কোনও সময় নষ্ট করা যাবে না। যত দ্রুত নিয়ে যাবেন, তত সুবিধা হবে।

মহিলাদের স্বাস্থ্য

গোটা সমাজে এখনও মহিলারা স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট সচেতন নন। তবে এর কারণ যাই হোক না কেন, এটি আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের উপর যাতে প্রভাব না ফেলে সেদিকে নজর দিতে হবে।

নিজের ভালো থাকার দিকে নজর দিন

আপনার হয়তো প্রচুর দায়িত্ব রয়েছে, তবে তার মধ্যেও আপনার শরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা আপনারই কর্তব্য। নিজেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করতে সঠিক পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন, তার পাশাপাশি পর্যপ্ত পরিমাণ ঘুম খুবই জরুরি। এগুলি ছাড়াও মন ভালো রাখতে, নিজের পছন্দের বিভিন্ন কাজ এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে বসে আড্ডা মারুন।

গতানুগতিক বিষয় থেকে বেরিয়ে আসুন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো মহিলারা বর্তমানে অধিকারের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও এমন বহু মহিলা আছেন, যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাঁধার সম্মুখীন হন। নিজের বাড়িতে কর্মক্ষেত্রে, এমনকি বিশ্বের প্রগতিশীল বিভিন্ন জায়গাতে আজও বহু মহিলা আছেন, যারা প্রতিদিন নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থা, সহিংসতা, লিঙ্গ বৈষম্যতা ইত্যাদির শিকার হচ্ছেন।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর

স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা, হতাশা ও শরীর স্বাস্থ্যের উপর মদ্যপানের প্রভাব সম্পর্কে নিজের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করুন। এই সমস্যাগুলি মহিলাদের ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারে। প্রয়োজনীয় টিকা জন্মের আগে যত্ন, দৃষ্টিশক্তি দাঁতের যত্ন, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত চেকআপ করানো অত্যন্ত জরুরি।

মহিলাদের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির দিকে নজর দিন

মূত্রনালীর সমস্যা (ইউটিআই), ওভার অ্যাক্টিভ, সুগার, ইনকন্টিনেন্স, গাঁটে ব্যথ্যা, অস্টিও আর্থ্রাইটিস মাইগ্রেন ইত্যাদি সমস্যাগুলিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয়। পরিবারের মানুষদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানুন এবং নতুন কিছু রোগের লক্ষণ নজরে এলে অবশ্যই নিজের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।

ধূমপান করবেন না

আমেরিকান লাং অ্যাসোসিয়েশনের মতে, আগের তুলনায় বর্তমানে বেশি সংখ্যক মহিলা ধূমপান জনিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এছাড়াও অতিরিক্ত ধূমপানের জন্য মহিলাদের (এবং পুরুষদেরও) মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাই ধূমপান ছাড়ুন। এবং নিজের ও পরিবারের মানুষদের সুস্থ রাখতে ও থাকতে সাহায্য করুন।

হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞান রাখুন

যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের (এবং পুরুষদের) মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়াও মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ট্রোকের ঝুঁকির অনেক বেশি। হৃদরোগ জনিত সমস্যা সম্পর্কে নিজের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করুন।

সঠিক ও স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন

মহিলাদের সাধারণত কম মাংসপেশী এবং পুরুষদের তুলনায় বেশি ফ্যাট থাকে। তাই সুসাস্থ্যের অধিকারী হতে এবং সঠিক ওজন বজায় রাখতে মহিলাদের কম ক্যালোরি খাবার খাওয়া প্রয়োজন। সঠিক ডায়েট, নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং বিএমআই সঠিক পরিসরে রাখা খুবই জরুরি।

প্রজননের বিষয়ে যত্ন নিন

যৌন স্বাস্থ্য সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল ঋতুস্রাব, গর্ভনিরোধ। বিভিন্ন ক্যান্সার গর্ভাবস্থা, মেনোপজ ইত্যাদি। নিরাপদ যৌনতা, এসটিডি প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আপনার স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।

হাড় মজবুত রাখত সঠিক পদক্ষেপ নিন

খুব খারাপ এক বিশেষ ধরণের হাড়ে রোগের নাম হল অস্টিওপেরোসিস। হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া, হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, হাতের কব্জি ভেঙ্গে যাওয়া, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা ইত্যাদির মাধ্যমে এই রোগ চিহ্নিত করা যায়। আপনি কি জানেন যে, অস্টিওপেরোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই মহিলা ? এই রোগের ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করুন, সঠিক ওজন বজায় রাখার নির্দিষ্ট ব্যায়াম করুন এবং ধূমপান অবশ্যই বন্ধ করুন।

পর্যাপ্ত পরিমাণ আইরন এবং ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ

পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিড (বা ফোলেট) গ্রহণ করলে, তা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে, দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাতে এবং জন্মগত ত্রুটির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। আয়রন সমৃদ্ধ খাবারগুলির মধ্যে অন্যতম হল মাংস, মাছ, পালং শাক, মটরশুটি, মুসুর ডাল ইত্যাদি।

নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে ভালো রাখতে, সর্বদা স্বাস্থ্যকর খাবার খান, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

ডেঙ্গু জ্বর থেকে সাবধান

সাধারণত ডেঙ্গুর উপসর্গ কী কী হয়, তা দেখে নিন

(১) জ্বরের সঙ্গে চোখে ব্যথা (সাধারণত চোখের পিছনে হয়)। (২) জ্বরের সঙ্গে পেশিতে ব্যথা। (৩) জ্বরের সঙ্গে হাড়ে ব্যথা। (৪) জ্বরের সঙ্গে বমি বমি ভাব/বমি। (৫) জ্বরের সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা। (৬) জ্বরের সঙ্গে ফুসকুড়ি। (৭) শুধু জ্বর। ডেঙ্গুর উপসর্গ সাধারণ দুই থেকে সাতদিন থাকে। অধিকাংশ মানুষ সপ্তাহখানেকের মধ্যে সেরে ওঠেন। তবে কারও যদি গুরুতর ডেঙ্গু হয়, তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উপসর্গ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখা দিলে কী করবেন?

(১) যদি আপনার ডেঙ্গুর উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, তা জানান। (২) যতটা সম্ভব, বিশ্রাম নিন। (৩) জ্বর এবং ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামোল খেতে পারেন। তবে অ্যাসিপিরিন এবং ইবুপ্রফেন খাবেন না। (৪) ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হয়। তাই শরীরে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড দরকার। জল পান করুন বা জলে ইলেকট্রোলাইট মিশিয়ে জল পান করতে হবে। (৫) যদি খুব জ্বর থাকে, তাহলে ঠান্ডা জল দিয়ে রোগীর গা মুছিয়ে দিন। সাবধানে থাকতে হবে জ্বর চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময়টা রোগীদের একাংশের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়। তাই উপসর্গ দেখা দেওয়ার তিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। পেটে ব্যথা বা লাগাতার বমি, ত্বকে লাল দাগ বা ছোপ, নাক বা মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ, বমির সঙ্গে রক্ত বের হওয়া বা মলের সঙ্গে রক্ত, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা, আচ্ছন্নভাব, অস্বস্তির মতো বিষয়গুলি, হচ্ছে কিনা তা নজরে রাখুন। কোনও একটি বিষয় হলেই দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। (এরপর ৩-এর পাতায়)

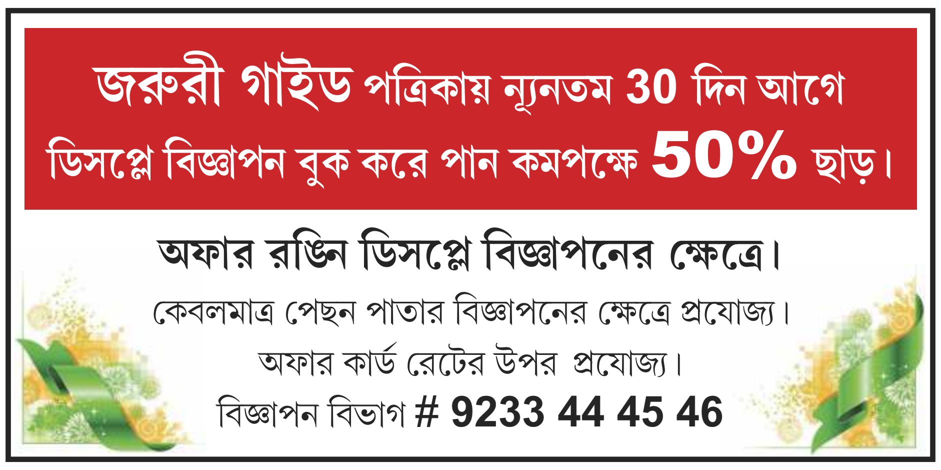

সামথিং সামথিং পর্ব ৭৮

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

যত মার তত মজা

মধ্যবিত্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য হল, গরিব ও বড়লোক দুজনকেই তেড়ে ঘেন্না করা যায়, এবং ভিন্ন কারণে। গরিবও মধ্যবিত্ত এবং বড়লোক দুজনকেই ঘেন্না করে, কিন্তু তা দুজনই তার চেয়ে ক্ষমতাবান বলে। বড়লোকও মধ্যবিত্ত ও গরিব উভয়কেই ঘেন্না করে, দুজনেই তার তুলনায় ক্ষমতাহীন বলে। কিন্তু মধ্যবিত্তই একমাত্র গোষ্ঠী, যা একটা বর্গকে ক্ষমতাবান বলে এবং অন্য একটা বর্গকে ক্ষমতাহীন বলে ঘেন্না করতে পারে। তাই গরিবের পেটে লাথি মেরে স্টেশন-চত্বর পরিষ্কার করলেও তার আনন্দ মরুক ব্যাটারা। আবার ক্ষমতাবানের মাথায় ডিম ছুড়লেও তার আনন্দ অনেক বাড়িগাড়ি হাঁকিয়েছিল না, এবার বুঝুক। এই যে দিকে-দিকে আনন্দের ভাঁড়ার পাতা আছে, এই কারণেই মধ্যবিত্ত এত ছটফটে ও বাক্যময়।

মানুষ কি সংবাদের দাস হয়ে থাকবে?

ভিড়ের বিচারপদ্ধতি সাধারণত ইতরতায় চোবানো। আর-জি-কর আন্দোলনে রাতদখলে বেরিয়ে বহু মানুষ বলেছিল, অমুককে আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক, আমরা বুঝে নিচ্ছি। ফেসবুকে এই ভিড় নামজাদা লোকজনকে হরবখত চূড়ান্ত অপমান করছে। সবাই মিলে পরাজিতকে ঘিরে ধরে ‘চোর’ বলার মধ্যে আক্রোশ আছে, নিরাপদ আমোদও (কারণ এখন এ নির্বিষ, ফিরতি-ছোবলের সম্ভাবনা নেই), এবং চলতি হওয়ার স্বস্তিও (এই অপমানটা এখন ‘ট্রেন্ডিং’)। ভিড়ের রকমসকম দেখে যারা খিলখিলিয়ে অস্থির, তাদের যুক্তি কী? সম্পন্ন বিপন্ন হয়েছে, দ্যাখ কেমন লাগে। এছাড়া বিপ্লবানুরাগ। স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ মানেই নাকি সঙ্গত। এর আগে মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী, পি চিদাম্বরম, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এল কে আদবানির দিকে জুতো ছোড়া হয়েছে। কঙ্গনা রানাওয়াতকে চড় মারা হয়েছে। বিভিন্ন নেতাকে কালি ছোড়ার ঘটনাও আছে। প্রতিটিতেই মধ্যবিত্ত মনে করেছে, অথরিটিকে অপমান ঘটেছে তো, বেএএএশ হয়েছে। প্রায় যে-তত্ত্বে গাড়ির সঙ্গে পথচারীর ধাক্কা লাগলে, প্রশ্ন করার আগেই ড্রাইভারকে রক্ষা কষানো হয় বড়লোক সর্বদা ভিলেন। কিন্তু গরিবকেও সর্বদা মোটে ছাড় দেওয়া হবে না। কারণ মধ্যবিত্ত গাড়ির ভেতরেও থাকতে পারে।

সেই কারণেই, হকারদের কোনও সময় না দিয়ে এবং পুনর্বাসনের কোনও বন্দোবস্ত না করে হুড়মুড়িয়ে দোকান গুঁড়িয়ে, এবং সেই ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দামি বাইক মসৃণ ছোটানো যাবে এমন অশ্লীল আস্ফালন দাবড়ে, শাসক দল দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছে এবং তখন মধ্যবিত্তের কর্তৃপক্ষ-বিদ্বেষ কিছুতে জাগ্রত হচ্ছে না। কারণ মধ্যবিত্ত মনে করে, তাকে খেতে না-দিয়ে বড়লোকেরা যদি ইউরোপ বেড়ায়, তা অন্যায়, কিন্তু গরিবকে খেতে না দিয়ে মধ্যবিত্ত যদি জোম্যাটোয় পিৎজা আনায়, তা তার হকের ধন। গরিবরা ময়লা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে রাস্তা জুড়ে থাকে, নখের তলায় নোংরার ডাঁই, তদুপরি স-স করে কথা বলে। তাই ফুটপাথের গরিবগুলোকে গুলি করে পুঁতে দিলে মধ্যবিত্তের তেমন আপত্তি হবে না। বোম মেরে বস্তি উড়িয়ে দিলে একটু অসুবিধে হবে বটে (ড্রাইভার আর ঝি কোত্থেকে আসবে), কিন্তু পলিসি-টায় সে একমত হবে। তাই কিছু হকার-পরিবার যদি না-খেয়ে মরে, আর তার বদলে শহর হয়ে ওঠে ফাঁকা ও দৃষ্টিনন্দন বহুৎ আচ্ছা। সত্যি বলতে, এ তার বহুদিনের ফ্যান্টাসি। এবং বদ-শাসক বলতে সে এখনও তৃণমূলকেই বোঝে। তাই নতুন শাসক মুসলমানদের টাইট দেবে, একইসঙ্গে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নিঘিন্নে গরিবগুলোকেও টাইট দেবে দ্বিগুণ জিলিপি পেয়ে হিন্দু মধ্যবিত্তের লাল পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ ভিজে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত মনে করে, তাকে খেতে না-দিয়ে বড়লোকেরা যদি ইউরোপ বেড়ায়, তা অন্যায়, কিন্তু গরিবকে খেতে না দিয়ে মধ্যবিত্ত যদি জোম্যাটোয় পিৎজা আনায়, তা তার হকের ধন। গরিবরা ময়লা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে রাস্তা জুড়ে থাকে, নখের তলায় নোংরার ডাঁই, তদুপরি স-স করে কথা বলে। তাই ফুটপাথের গরিবগুলোকে গুলি করে পুঁতে দিলে মধ্যবিত্তের তেমন আপত্তি হবে না।

সে কি চিরকালই এমন অ-দরদি হিংস্র, না কি সম্প্রতি হয়েছে? সামাজিক মাধ্যম তাকে এমন ফ্যাশনদুরস্ত শয়তান বানাল, না কি সে অ্যাদ্দিন একটা বামপন্থী সমানুভূতির দেখানে-কম্বল জড়িয়ে রাখত, এখন সেটাকে ত্যাগ দিয়েছে? চ্যানেলে-চ্যানেলে গরিবদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার সমর্থনের দুঃসাহস সঞ্চালকেরা পাচ্ছেন কোত্থেকে? একটা ভদ্র ও সভ্য সমাজের বুকে দাবড়ে তো এসব কথা উচ্চারণ করা যায় না যাঁরা অন্যায় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা বোকা, এবং যাঁরা নির্দয় নৃশংস তাঁরা দুর্দান্ত সংস্কারক? গরিবদের হয়ে যে-পার্টি ঝান্ডা ধরত (প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে), তারা কোনও কারণে গত ১৫ বছরেও কাঙ্ক্ষিত বিকল্প হিসেবে নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারেনি। আর দুর্দান্ত বিরোধিতা গড়ে তোলায় যিনি চ্যাম্পিয়ন, তিনি আচম্বিত পরাজয়ে বুঝভোম্বল হয়ে আছেন। বুদ্ধিজীবীদের কেউ-কেউ ভয়ে সিঁটিয়ে (কোত্থেকে এফআইআর ধেয়ে আসবে)। কিন্তু সাধারণ সমাজে কোনও ক্ষোভ, অসন্তোষ, বা অন্তত চাইনিজ চিবোতে-চিবোতে ‘ইস গো, ছি ছি’ মার্কা চুকচুক কি দেখা যাচ্ছে? বরং উলটো, সকলে বেশ উৎসব-মুডে। কক্রোচ-জনতা-পার্টির উত্থানে তারা কৌতুকঋদ্ধ, কিন্তু মোটে বিবেক-বিদ্ধ নয়। তাদের মনে হচ্ছে না, এই দেশটা বা রাজ্যটা শুধুমাত্র কয়েকজন বড়লোক ও বড়লোক-হতে-উন্মুখ মধ্যবিত্তের হাতে রিবন মুড়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং সেজন্য কিছু মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যাঁরা এমনিতেই সবচেয়ে বড় বে-জাত, অন্তেবাসী অর্থাৎ গরিব। তাদের মনে হচ্ছে না, কোনও দায়িত্ববান রাষ্ট্র বা সরকার এই কাজ করতেই পারে না। মনে হচ্ছে না, অন্তর্ভুক্তির বদলে বহিষ্করণ যে-দলের প্রকল্প তাকে সমর্থনের মধ্যে অশিষ্টতা আছে।

বরং মানুষ বাদ পড়ছে, মানুষকে তাড়ানো হচ্ছে, মানুষকে অত্যাচার করা হচ্ছে, এর মধ্যে নব-নব উল্লাসের উপাদান বাঙালি মধ্যবিত্ত তারিয়ে-তারিয়ে খুঁটছে। অন্যের বিপদ হলে, এবং সেই আঁচ নিজের গায়ে না লাগলে, তাকে সুখের মতোই চাখা যায় কে যেন বলেছিলেন। কেউ না বললেও কিছু এসে যায় না, কারণ উগ্র ও কর্কশ হয়ে এখন আমরা গর্ব অনুভব করি, বর্বরতাকে বীরত্ব বলে ভজিয়ে নিই, শুধু আমারটা বুঝব এবং অন্যেরটা দলেপিষে ছারখার করব এই অমানবিক স্বার্থপরতাকে দেশের অবশ্যকর্তব্য বলে মাথায় তুলে নাচি। কোনও দলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রহার-প্রবৃত্তি লকলক না করলে আজ এই মারকুটে-পনার জয় দেখতে হত না। মধ্যবিত্ত চিরকালই কদর্যচিত্ত, দাঙ্গার সিংহাসনে সে চিরকালই নায়ক খুঁজে পেয়েছে, বৈঠকখানার আড্ডায় সে সরাসরি সাম্প্রদায়িক সেডিস্ট, এখন ঠিকঠাক ইন্ধন ও প্রশ্রয় পেয়ে তার নীচতা নতুন ভোজালির মতো চকচকাচ্ছে। অসহায়ের, প্রতিরোধহীনের পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিয়ে সরকার ও মধ্যবিত্তের যৌথ নাচ নির্ঘাত উদয়শঙ্করাতীত। অচিরে মা দুর্গার বাহন হিসেবে বুলডোজার গড়ার আবদার কুমোরটুলিতে পৌঁছল বলে।